দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 JUL 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ঢাবিতে শিক্ষকদের প্রশ্নোত্তর পর্বে
ড. এপিজে আব্দুল কালাম

টেকসই উন্নয়নের জন্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বাংলাদেশ ও ভারতের বিরাজমান পানি সমস্যা দু'দেশের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। তবে আন্তঃদেশীয় নদী ব্যবস্থাপনায় কিছু সমস্যা আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকাসহ বিশ্বজুড়েই রয়েছে। গতকাল (সোমবার) বাংলাদেশে সফরত ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও পরমাণু শক্তির উদ্ভাবক ড. এপিজে আব্দুল কালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রশ্নোত্তর পর্বে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের জন্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাকেই লক্ষ্য হিসেবে ধরে নিয়ে সে অনুযায়ী কর্মকাণ্ড ঠিক করতে হবে। টেকসই উন্নয়নের জন্য পৃঃ ১২ কঃ ১

[redacted]

টেকসই উন্নয়নের জন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তথ্য ও কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রসার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়ন। ২০২০ সালের মধ্যে ভারতে দারিদ্র্য এবং শহর ও গ্রামের মানুষদের মধ্যে দূরত্ব কমানো, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কমানো, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, একটি স্বচ্ছ ও জনকল্যাণকর সরকার গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিকাল চারটার দিকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. আব্দুল কালাম অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি ৪০ মিনিটের দীর্ঘ বক্তৃতায় উন্নয়নের সঙ্গে জ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক, এর ব্যবহার এবং ভারতের ভিশন-২০২০ নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রোভিসি প্রফেসর হারুন অর রশীদ। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভিসি ভারতীয় সাবেক প্রেসিডেন্টকে ক্রেস্ট উপহার দেন। সাবেক প্রেসিডেন্টও ভিসিকে তার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বই উপহার দেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর মিজানুর রহমান, সাবেক প্রোভিসি প্রফেসর আফম ইউসুফ হায়দার, প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর খান সারওয়ার মুর্শিদ, ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী, শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক, সাধারণ সম্পাদক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান। সাবেক প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

অনুষ্ঠানে এপিজে আব্দুল কালাম আরো বলেন, আগে পেশির জোরে প্রাধান্য পেতো আর আজ প্রাধান্য পাচ্ছে তারা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গতকাল যা কাজ হতো আজ তা কাজ করছে না। তাই উন্নয়ন চাইলে নিত্যনতুন উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে সৃজনশীলতা দিয়ে, জ্যেষ্ঠতা দিয়ে নয়। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞানের উৎস কেন্দ্র। জ্ঞানচর্চা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কেই নেতৃত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এতে করে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি যেমন হবে, তেমনি শিক্ষকেরা নিজেদের অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। ফলে জ্ঞান আদান-প্রদানের ক্ষেত্র আরো বাড়বে। প্রশ্নোত্তর পর্বে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও নদী নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে তিনি বলেন, আন্তঃদেশীয় নদী ব্যবস্থাপনায় কিছু সমস্যা আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকাসহ বিশ্বজুড়েই রয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা প্রশ্নে তিনি বলেন, বাংলাদেশের উচিত নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি অর্জনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। স্বাগত বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এপিজে আব্দুল কালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গর্বিত। তিনি যেমন সফল বিজ্ঞানী এবং প্রেসিডেন্ট। তিনি প্রেসিডেন্ট থাকাকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের অনেক উন্নয়ন ঘটেছে। এদিকে, ভারতীয় সাবেক প্রেসিডেন্ট আগমনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসজুড়ে ছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা সকাল থেকেই অবস্থান নেয়।

ভারতের সাবেক এ প্রেসিডেন্ট তিন দিনের সফরে গত রোববার বাংলাদেশে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় ছাড়াও তিনি ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শন করবেন। সফরে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর সমাবর্তনে বক্তব্য রাখবেন।